০১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি, উপস্থিত সুধী ও সহপ্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ-

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল।

০২। বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি গভীর সমবেদনায় স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদত বরণকারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ ও নির্যাতিতা ২ লাখ মা-বোনের প্রতি।

০৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আজকে এই অনুষ্ঠানে আমার থাকার কথা ছিল না। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে অনুভূতির কথা বলতে পারবো, সেটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। খুব সম্ভাবনা ছিল, কোন প্রবাসীর সাথে এই সময়টাতে আমি থাকতাম আটলান্টিকের এপারে ব্রিটেনের কোন শহরে। হয়তো ‘লন্ডলির বউ’ পরিচয়েই শেষ হতো আমার জীবনের গল্প।

০৪। আমি বানিয়ে বানিয়ে কোন গল্প বলছি না। আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। প্রতিবছর বন্যা কবলিত হবার কারণে গ্রামে ভালো অবকাঠামো ছিল না বললেই চলে। বাবা-মা যেখানে ছেলেদের স্কুলে পাঠানোকেই বিলাসিতা মনে করতো, সেখানে মেয়েদের পড়তে চাওয়ার ইচ্ছাটা ছিল রীতিমত হাস্যকর । অভিভাবকরা প্রতিযোগিতা করতেন, কীভাবে তার মেয়েকে প্রতিবেশীর মেয়ের চেয়ে ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করা যায়। আর ভালো ছেলে মানেই বলা বাহুল্য ‘লন্ডনি পাত্র।’

০৫। সেই উৎকট সামাজিক প্রতিযোগিতার মধ্যে থেকেও আমার মা একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার তিন মেয়েকে স্বাবলম্বি বানানোর। কোন লন্ডলির হাতে সোপর্দ করার চেয়ে মেয়েদের হাতে সম্বল হিসেবে বই তুলে দিতে। কারণ তিনিও ছিলেন একজন প্রবাসীর স্ত্রী এবং সেকারণেই জানতেন, মেয়েদের জন্য শিক্ষাটা কতটা জরুরি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার সরকারের বিতরণ করা বিনামূল্যের বই আর মেয়েদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি আমার মায়ের স্বপ্নের রসদ জুগিয়েছিল। আর একারণেই, ৮ কিলোমিটার দূরের হাইস্কুলেও মেয়েকে পাঠানোর সাহস আমার মা পেয়েছিলেন। এমনি, বন্যায় যখন চারপাশ ডুবে গিয়ে স্থলভাগের শেষ নিশানাটুকু মুছে যেত, সেসময়ও মা আমাদের স্কুলে পাঠানোতে বাধ সাধেননি।

০৬। ফলস্বরূপ, আমার স্কুল থেকে আমিই প্রথম প্রাইমারি স্কলারশিপ, জুনিয়র স্কলারসশিপ এবং এসএসসিতে জিপিএ ফাইভ পাই। আমার আকাশ প্রসারিত হতে শুরু করে, আমার মা'র স্বপ্ন যেন ধরা দিতে থাকে একটু একটু করে। গ্রামে বিদ্যুৎ ছিলো না। সন্ধ্যায় পড়তে হতো হারিকেন জ্বালিয়ে। স্বল্প আলোয় পড়তে কষ্ট হতো। আমি কল্পনা করতাম একদিন গ্রামে বিদ্যুৎ আসবে, স্কুলে যাওয়ার রাস্তাটা পাকা হবে, বন্যায় সেই রাস্তা ডুবে যাবে না। আজকে আমার গ্রাম শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত। পাকা ও উঁচু রাস্তা হয়েছে। আমার গ্রামের মেয়েদের আর হারিকেন জ্বালিয়ে পড়তে হয় না। এসবই হয়েছে, আপনার দূরদর্শী নের্তৃত্ব আর সময়োপযোগী নীতি-পদক্ষেপের কারনে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আর নারীশিক্ষার বিস্তারে আপনার উদ্যোগ আজকে আমার মতো হাজার হাজার মেয়েকে সামাজিক চাপ আর প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে স্বপ্নজয়ী করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

০৭। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'আমার দেখা নয়াচীন' বইটা পড়ে জেনেছি, ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণকালে বঙ্গবন্ধু গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেশটির উন্নয়ন কৌশল পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিও চেয়েছিলেন একটি সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে। বঙ্গবন্ধুর সেই দূরদর্শী চিন্তা আর সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন দেখতে পাই আপনার প্রতিটি কর্মসূচীতে। সরকারি চাকরিতে মেধাভিত্তিক, স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করায় আজকে আমার মা'র সবগুলো ছেলেমেয়েই সরকারি চাকরিজীবী। আমি বিশ্বাস করি, এটা শুধু আমার মা'র গল্প না, এটি লাখো মা'র গল্প। তাছাড়া, নারীবান্ধব নীতির কারণে চাকরিক্ষেত্রে মেয়েদের স্বচ্ছন্দ / স্বাচ্ছন্দ্য বিচরণ নিশ্চিত হয়েছে। নারী উন্নয়ন নীতিমালা'২০১১ প্রনয়ণ, মাতৃত্বকালীন ছুটি ০৬মাস করা, কর্মবান্ধব পরিবেশ এবং সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ আপনি নিশ্চিত করেছেন। ।

০৮। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের দেশ উন্নত, আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশে রুপান্তরিত হবে। স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট সিভিল সার্ভেন্ট গঠনে বিপিএটিসির নিবিড় তত্ত্বাবধানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন মৌলিক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য যে মানসিক ও শারীরিক উপযুক্ততা প্রয়োজন, সেই সক্ষমতাও আমরা অর্জন করেছি গত ছয় মাসে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান দক্ষ, সৃজনশীল ও জনমুখী প্রশাসন তৈরিতে ও জনগণের দোরগোড়ায় প্রত্যাশিত সেবা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে।

০৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আমি অঙ্গীকার করতে চাই, আপনার গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনার আলোকে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের জীবনমানের টেকসই উন্নয়ন ও জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সর্বদা সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করবো।

পরিশেষে পরম করুণাময়ের কাছে আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শারমিন বেগম

বি ২৩১